দর্শনায় কেরুর অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের সভা

দর্শনা ঐতিহ্যবাহী কেরু চিনিকলের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সকাল দশটার দিকে কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলীর নেতৃত্বাধীন সূর্যসেনা শ্রমজীবী সংগঠনের অফিস প্রাঙ্গণে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সূর্যসেনা শ্রমজীবী সংগঠনে প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও কল্যান ট্রাস্টের আহবায়ক (সিআইসি) হাফিজুল ইসলাম প্রধান আলোচক হিসাবে বক্তব্যে বলেন, সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কেরুর অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের কল্যাণে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। এরই মধ্যে দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত ১৮ মাসের অর্জিত ছুটির বকেয়া অর্থ বাস্তবায়নের পথে।

তিনি বলেন কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ ও সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ উক্ত সংস্থাটির নেতাকর্মীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে আঠারো মাসের অর্জিত ছুটির বকেয়া অর্থ প্রদান করা হতে পারে। এছাড়া কর্তনকৃত সংরক্ষিত ৫% এর অর্থ ফেরত প্রদানের ও নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য বক্তারা দাবি রাখেন।

আলোচনা সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, সদস্য সচিব জুলফিকার হায়দার, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ আলম, দপ্তর সম্পাদক মোশাররফ হোসেন, ক্যাশিয়ার আহমদ হোসেন, কার্যকরী সদস্য আব্দুল জলিল, আব্দুল হান্নান, আতিয়ার রহমান, একরামুল হক।

দর্শনায় কেরুর অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের কমিটি গঠন

দর্শনার ঐতিহ্যবাহী কেরু এন্ড কোম্পানি চিনিকলের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের নিয়ে কল্যান ট্রাস্ট নামের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ সকাল দশটায় সূর্যসেনা শ্রমজীবী সংগঠন প্রাঙ্গণে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে শতাধিক অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অন্তরের গভীর কষ্টের কথা তুলে ধরে বক্তারা বলেন, জীবনের দীর্ঘ সময় চাকরি করার সূত্রে কেরু এন্ড কোম্পানিতে সময় কেটেছে।

এ সময়ের মধ্যে সহকর্মী ও শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের নির্বাচন সূত্রে বিভিন্ন সংগঠনে নেতাদের খুব আস্থাভাজন হয়ে ওঠাও সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় চাকরি থেকে অবসর নিলে সহকর্মীসহ কোন নেতাই আর খোঁজ রাখে না। আর এটাই বাস্তবতা। একজন চাকরিজীবী অবসরে গেলে সে বড় একা হয়ে পড়ে ও শরীর থেকে শুরু করে মানসিকতাও দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সময় সঙ্গ দেওয়ার কেউ থাকে না। এছাড়া অবসরে যাওয়ার পর বিভিন্ন ফান্ডের টাকা উত্তোলনের জন্য চরম বেগ পেতে হয়। কেউই তখন অবসরপ্রাপ্ত এ সকল শ্রমিক ও কর্মচারীদের সহযোগিতায় খুব একটা এগিয়ে আসে না। এছাড়াও সহকর্মীরা যদি একটি স্থানে এসে একসাথে বসে কিছু সময় কাটায় তাহলে মন মানসিকতা ভালো থাকবে বলে জানাই বক্তারা। এ সকল দিক বিবেচনা করে কেরুর অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট নামের এ কমিটি গঠন করা হয়।

অবসরপ্রাপ্ত সিআইসি হাফিজুল ইসলামকে আহবায়ক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে বাকি সদস্যরা হলেন সদস্য সচিব জুলফিকার হায়দার, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ আলম, দপ্তর সম্পাদক মোশাররফ হোসেন, ক্যাশিয়ার আহমদ হোসেন, কার্যকরী সদস্য আব্দুল জলিল, আব্দুল হান্নান, আতিয়ার রহমান, একরামুল হক।